অল্প-স্বল্প গল্প

।। প্রফেসর ইউনূস হেরেছেন (?) – হেরেছে বাংলাদেশও ।।

কাইউম পারভেজ

গত ক'দিন থেকেই নিজের মধ্যে কেমন জানি একটা চাপ অনুভব করছিলাম প্রফেসর ইউনূসের বিষয়টি নিয়ে। ভাবছিলাম কিছু লিখে মনটাকে হালকা করবো। বিতর্কিত এ বিষয়টি যেহেতু আদালতের এক্তিয়ারে চলে গেছে তাই অপেক্ষায় ছিলাম দেখি আদালত কি বলেন। তো মঙ্গলবার রাতেই ইন্টারনেটে আদালতের রায়ের কথা জানলাম।

গত তিন দশক ধরেই প্রফেসর ইউনূস বলতে বুঝতাম গ্রামীণ ব্যাংক আর গ্রামীণ ব্যাংক বললেই বুঝতাম প্রফেসর ইউনূস – অনেকটা সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলংকারের মত। তাঁর সাথে আমার পরিচয় অন্য সবার মত সেটাও 'জানি তারে আমি তবুও তারে নাহি জানি''-র মত। একবারই দেখেছিলাম ১৯৯৮তে যখন তিনি সিডনি এসেছিলেন সিডনি পিস প্রাইজ নিতে। সিডনি ইউনিভার্সিটি আয়োজিত সে বিশেষ সেমিনারে গিয়েছিলাম আমার স্নাতক ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। সঙ্গে আরো ছিলেন সহকর্মী চারজন অধ্যাপক। সে সময়ে আমি Rural Development: National and International Perspective একটা বিষয় পড়াতাম এবং আমার সে ক্লাসে প্রফেসর ইউনূস ও তাঁর গ্রামীণ ব্যাংক রেফারেন্স এবং আলোচনা হিসেবে প্রায়ই আসতো। ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ দেখে বললাম যদি তোমরা সরাসরি প্রফেসর ইউনূসের কথা শুনতে চাও তবে সিডনি ইউনিভার্সিটির সেমিনারে যেতে পারো। তো ওদের নিয়ে গেলাম সেই সেমিনারে। সেই যাওয়া। সেই দেখা। সেই শোনা।

প্রফেসর ইউনূসকে নিয়ে নেতিবাচক কথাবার্তা কখনোই হয়নি কোথাও বরং সর্বদা সর্বত্র ইতিবাচক হতে হতে একসময় সেটা নোবেল জয় ছাড়িয়ে গেলো। প্রবাসে আমরা পরিচিতি পাই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের ইউনূস বলে। নেতিবাচক কথা বার্তা শুরু হয় এবং তা জোরেশোরেই হয় গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকে। তখন বাংলাদেশের জন্য খুব খারপ সময়। প্রফেসর ইয়াজউদ্দীন (থুক্কু ইয়েসউদ্দীন) তখন টু-ইন-ওয়ান অর্থ্যাৎ রাষ্ট্রপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান এবং নাচের পুতুল – সূতোটা অন্যের হাতে। দেশ তখন লাগাতার অবরোধ জেল জুলুম হত্যা মিটিং মিছিল সব মিলিয়ে যেন এক মৃত্যুপুরী। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে সারা দেশ যখন সোচ্চার প্রফেসর ইউনূস তখন প্রফেসর ইয়েসউদ্দীনকে 'এ' প্লাস দিয়ে আরো শক্ত হতে উৎসাহ দিলেন। ততদিনে তিনি তখন তথাকথিত সুশীল সমাজের সৎ মানুষের খোঁজের অভিযাত্রায় নেমে পড়েছেন। অনেকেই তখন আশান্বিত হয়েছি অত্যুৎসাহিত হয়েছি। ভেবেছি এইবার প্রফেসর ইউনূস বোধ হয় দেশটাকে সোনা দিয়ে

মুড়িয়ে দেবেন। পাশাপাশি অনেকেই ভেবেছি - যে মানুষটাকে দেশের কোন দুঃসময়ে দূর্যোগে একটা টুঁ শব্দ করতে শুনিনি – দেখিনি কোন অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে তিনি হঠাৎ অন্য সুরে কথা বলছেন কেন? সে সময়ে রাজনীতিবিদদের ঢালাওভাবে দূর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে চলেছেন। কেউ কেউ ভেবেছেন উত্তরপাড়ার কোন সবুজ সংকেত বোধহয় পেয়ে গেছেন। এবং তাই-ই হলো। তিনি একদিন ঘোষণা দিলেন রাজনীতি করবেন। তখন সবাই দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ফেললো। তাঁর মনের আশা আকাঙ্খা সবাই জেনে গেলো। আতংকিত হলো যাঁরা তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন তাঁরা। তাঁদের ভাবনা বাংলাদেশের রাজনীতিটা এমনই যে সেখানে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক না থাকলে রাজনীতিতে কোনভাবেই দাঁড়ানো যাবে না। থাক না উত্তর পাড়ার খুঁটি। ওদের জোরে নাচতে হলে ওদের ভেতরেই সমগ্র ক্ষমতা নিয়ে থাকতে হয় যেমন থেকেছে জেনারেল এরশাদ জেনারেল জিয়া। আমিও তখন আমার এ কলামে 'কঠিনেরে ভালোবাসিয়াছেন তিনি – পারিবেন তো?' শিরোনামে লিখেছিলাম (http://www.sydneybashi-bangla.com/qaiyum/Qaiyum_alpo-sholpo-regular-columns.htm) আতংকিত হয়ে।

যাহোক - ছোট ভাই মুহম্মদ জাহাঙ্গীর এবং গ্রামীণ ব্যাংকের লোকবল আর সাপোর্ট গ্রুপ নিয়ে নেমে পড়লেন। পরে বুঝলেন এসব দিয়ে কাজ হবে না। দলে রাজনীতিবিদদের লাগবে। সে চেষ্টা করেওছিলেন সেই সুশীলদের(?) নিয়ে। দলের নামও একটা দিয়েছিলেন 'নাগরিক শক্তি'। দুজন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক তাঁকে অনেক আশার আলো আশার তারা দেখালেও পরিশেষে তিনি দলে কোন রাজনীতিবিদদের টানতে পারেননি। সুযোগটা কোন দূর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদরাও নিতে চান নি। ফলে ভেস্তে গেলো তাঁর সব হিসেবনিকেশ। তিনি রাজনীতি করার দুঃস্বপ্ন পরিত্যাগ করে বললেন - ন্যাড়া একবারই বেল তলায় যায়।

না গেলেন বেল তলায় তবে সর্বনাশ যা হবার ততদিনে হয়ে গেছে। রাজনীতিবিদরা সবাই তাঁকে নিয়ে তখন ভিন্ন হিসেবনিকেশ করে ফেলেছেন। সত্যি বলতে তিনি অনেক রাজনীতিবিদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। যদিও রাজনীতির স্বার্থে আজ অনেক রাজনীতিবিদ তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে খেলছেন কিন্তু পশ্চাদপৃষ্ঠ দেখাতে কেউ ছাড়েননি কখনো। সবাই চেয়েছেন কোনভাবে গ্রামীণ ব্যাংকটাকে কব্জা করা যায় কিনা। তাহলে এর জনবল অর্থবল নিয়ে রাজনীতিতে ভালোই খেলাধূলা যাবে। প্রফেসর ইউনূস বোধকরি সে সুযোগটা কোন পক্ষকে দিতে চাননি। আর পক্ষ না নিলেই তো আজকালকার দুনিয়ায় টিকে থাকা মুস্কিল। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা প্রয়োজন বিদেশীদের নানামুখী সাহায্য সমর্থন নিয়ে দেশের বাধ্যবাধকতাকে তুচ্ছজ্ঞান করলে তা সব সময়ে রক্ষাকবজ হিসেবে কাজ করে না।

যাই হোক অবনতিটা এতদুর গড়ানো কারোর জন্যই শুভ নয়। সরকার এবং প্রফেসর ইউনূস উভয়েই যেন এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিলো যেখানে উভয়পক্ষ ভেবেছে

"দেখি কার কত দৌড়"? কিন্তু লাভটা কি হলো? যত কিছুই হোক এমন লজ্জাজনক পরিনতিটা কারোরই কাম্য নয়। আমি হলপ করে বলতে পারি সরকারের ভিতরের অনেকেরই কাম্য নয়। কিন্তু ঘটে গেলো। ঘটানো হলো। অথচ এর একটা সম্মানজনক পরিসমাপ্তি হতে পারতো। রায়ের আগেরদিন বাংলাদেশের সব মিডিয়াতেই গ্রামীন ব্যাংকের প্যাডে 'দেশবাসি-র নিকট নোবেল বিজয়ী প্রফেসর মুহম্মদ ইউনূস-এর আবেদন' শীর্ষক একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছে খোনে তিনি বলেছেন "আমি আমার জীবনের পুরো সময়টা কাটিয়েছি বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন থেকে দারিদ্র্যের চিহ্নগুলি একে একে মুছে ফেলার ব্রত নিয়ে। আমার সকল চিন্তা গ্রামীণ সকল সদস্য ও কর্মীদের কল্যাণে নিয়োজিত। বাংলাদেশের সকল মানুষের জীবনে, বিশেষ করে তরুণদের জীবনে, দ্রুত পরিবর্তন আনা নিয়ে আমি সব সময় স্বপ্ন দেখে এসেছি। দেশের ও দেশের মানুষের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক আমার এই প্রচেষ্টার উত্তরাধিকারিত্ব বহন করে যাবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, গ্রামীণ ব্যাংক নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অবিচলভাবে কাজ করে যাবে- যেভাবে গত ৩৪ বছর ধরে করে এসেছে। এটা নিশ্চিত করার জন্য একটি মসৃণ ও আনন্দময় পরিবেশে আমার হাত থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের পরবর্তী ব্যবস্থাপনা পরিচালকের হাতে দায়িত্ব তুলে দেবার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আমি এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এবং এই প্রচেষ্টা চালাতেই থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা পাই। আমি এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের আন্তরিক সহযোগিতা চাই।"
(http://av.bdnews24.com/file/all/Statement_%207%20March,%202011.pdf)
এই মনভাবটা আরো আগে প্রদর্শন করলে হয়তো এই লজ্জাজনক পরিস্থিতিটা এড়ানো যেতো। উভয় পক্ষেই নমনীয়তার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। নয়তো একটা সন্মানজনক সমাধান খুজেঁ পাওয়া দুস্কর হতো না। কোন পক্ষই ভাবলো না ক্ষতিটা হবে বাংলাদেশের। যা হারাবার হারাবে বাংলাদেশ। নেপথ্যে যাই থাক মনে রাখা উচিত ছিলো প্রফেসর ইউনূস এখন কেবলই বাংলাদেশের নন – তিনি সারা বিশ্বের ইউনূস অথচ আমরা তাঁর যথাযথ সম্মান দিতে ব্যর্থ হলাম। একটা সম্মানজনক একজিট দেয়া খুব কি কঠিন ছিলো? রাজনীতি কি শেষ হয়ে যেতো?

আমি এখন এড়িয়ে চলি আমার সেই সব সহকর্মীদের যারা আমার সাথে সিডনি ইউনিতে প্রফেসর ইউনূসের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন You should be proud of Professor Yunus। ভয়ে থাকি না জানি কখন সামনে পড়ে যাই, কখন না জানি বলে বসে – তোমাদের যিনি স্বাধীনতা এনেদিলেন তাঁকে তোমরা হত্যা করলে – যিনি নোবেল পুরস্কার এনে দিলেন তাঁকেও তোমরা অসম্মানিত করলে। তোমরা পারোও বটে।

তাই মনে হয় এ খেলায় প্রফেসর ইউনূসই কেবল হারেননি, হেরেছি আমরা – হেরেছে বাংলাদেশও।